চবিতে দফায় দফায় ছাত্রলীগের সংঘর্ষ

চবি প্রতিনিধি
২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০১:১৬

হলের রুম দখলকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) কয়েক দফায় সংঘর্ষে জড়ায় ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ। এতে আহত হয় উভয় গ্রুপের ছয় নেতাকর্মী। সংঘর্ষ চলাকালে পাথরের বস্তাসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ। চুজ ফ্রেন্ড উইথ কেয়ার (সিএফসি) এবং বিজয় নামের গ্রুপ দুটি শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী হিসেবেই পরিচিত।

দফায় দফায় সংঘর্ষ আর উত্তেজনার কারণে সকাল থেকে কোনো ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। লোকোমাস্টারকে অপহরণ করে শাটল ট্রেনের হোসপাইপ কেটে দেওয়ায় ট্রেন চলাচলও ছিল বন্ধ। এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ শিক্ষার্থীরা। চাকা ফুটো করে দেওয়ায় ক্যাম্পাস ছেড়ে যায়নি কোনো শিক্ষক বাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী হলের রুম দখলকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে প্রথম দফায় সংঘর্ষ বাধে শনিবার রাত সাড়ে ১২টায়। এতে

ইসলাম শিক্ষা বিভাগের মো. ইলিয়াছ, পরিসংখ্যানের মাহফুজুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শোয়াবুর রহমান কনক, ওবায়দুর রহমান লিমন, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের প্রিয়াম রায় প্রান্ত, লোকপ্রশাসন বিভাগের নিলয় হাসান আহত হন। এর মধ্যে মো. ইয়াছিনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার পর গতকাল বিজয় গ্রুপের কর্মীরা দুপুরের দিকে সোহরাওয়ার্দী হলে প্রবেশ করতে চাইলে আবারও সংঘর্ষ বাধে। এতে কনক নামের সিএফসির এক কর্মী গুরুতর আহত হলে তাকেও তাৎক্ষণিকভাবে চমেকে পাঠানো হয়। আর পাথরের বস্তাসহ সিএনজি অটোরিকশা থেকে মোখলেছুর রহমান ও ফারদিন রহমান নামের দুজনকে আটক করে পুলিশ। তারা দুজনেই বিজয় গ্রুপের কর্মী বলে জানা যায়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। মোতায়েন রয়েছে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য। হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বেলালউদ্দিন জাহাঙ্গীর বলেন, ‘পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। উভয় গ্রুপকে নিজ নিজ হলে পাঠিয়ে দিয়েছি। পাথরের বস্তাসহ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আটক করা হয়েছে।

হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে চবি ছাত্রলীগের সভাপতি রেজাউল হক রুবেলকে দায়ী করেছে বিজয় গ্রুপ। তাকে সভাপতির পদ থেকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের অবরোধের ডাক দিয়েছে তারা। নগরীর বটতলী রেলস্টেশন থেকে লোকোমাস্টার খুরশিদ আলমকে অপহরণ করে ট্রেনের হোসপাইপ কেটে দেওয়া হয়। ফলে সারাদিনই বিশ্ববিদ্যালয় শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া শিক্ষক বাসের চাকার হাওয়া ছেড়ে দেওয়ায় পরিবহন দপ্তর থেকে কোনো বাস শহরে যেতে না পারায় বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ছিল।

advertisement

বিজয় গ্রুপের নেতা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তারেকুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, ‘সভাপতির নির্দেশেই আমাদের কর্মীদের ওপর হামলা করে সিএফসির কর্মীরা। সভাপতি হিসেবে তিনি অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তার পদত্যাগ চাই।’ সভাপতি রেজাউল হক রুবেল অবশ্য বলেন, ‘আমাদের কমিটির কর্মকা-কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে একটি পক্ষ তৎপর রয়েছে ক্যাম্পাসে। আশা করছি অতিদ্রুত তারা সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে এসে আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলাবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর প্রণব মিত্র বলেন, ‘ছাত্রলীগের দুপক্ষের সংঘর্ষ হলে পুলিশের তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। আমরা উভয় পক্ষের সঙ্গে বসে বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করছি।’